জর্জ বার্তা

দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নিজস্ব পত্রিকা, কেবলমাত্র প্রাইভেট সার্কুলেশনের জন্য

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

দি জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপ

- দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
- জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট অফ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
- জর্জ স্কুল অফ কম্পিটিটিভ এক্সামস্
- জর্জ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টিরিয়র ডিজাইন
- জর্জ টেলিগ্রাফ কলেজ অফ বিউটি এণ্ড ওয়েলনেন্স
- জর্জ টেলিগ্রাফ সেন্টার অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স
- জর্জ কলেজ
- জর্জ কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড সায়েন্স
- জর্জ কলেজ (ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন)
- জর্জ স্কুল অফ ল
- জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট অফ অ্যাকাউন্টস
- জর্জ অ্যানিম্যাট্রিক্স-স্কুল অফ অ্যানিমেশন
- জর্জ ইনস্টিটিউট অফ ডেটা সায়েন্স
- লিটল জর্জিয়ানস
- জর্জ এডকেয়ার
- জর্জ আই.টি.ই.এস
- জর্জ ইনসফট্ প্রাইভেট লিমিটেড
- জি এস সি ই পাবলিকেশনস
- জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব

স্কিল ফেয়ার – ২০১৮ উদ্‌যাপন

একের পর এক অভিনব প্রদর্শনী। কোনটা ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের, কোনটা মোবাইল বিভাগের, কোনটা আবার সিভিল বিভাগের। আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে জর্জ টেলিগ্রাফ। উপলক্ষ্য স্কিল ফেয়ার ২০১৮। যার আসর বসেছিল গত ১০ই মার্চ ২০১৮ তারিখে শিয়ালদা ক্যাম্পাসে। শিল্প ও শিক্ষার এক অপূর্ব মেলবন্ধন জর্জের যে কোন প্রয়াসে পরিলক্ষিত হয়। এই মেগা ইভেন্টে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছিল শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন প্রাক্তণ তারকা ফুটবলার ও বর্তমানে শ্রদ্ধেয় সাংসদ শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর পার্সোনেল শ্রী অনির্বাণ দত্ত, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ সাউথ ইস্ট ডিভিশন শ্রী কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, খ্যাতিমান সাংবাদিক শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী রেশমি চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল দে, জয়দীপ মুখার্জি প্রমুখ।

পুরো প্রদর্শনীটাই ঘুরে দেখেন অভ্যাগত অতিথিরা। মাননীয় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাটারি চালিত মডেল গাড়ির ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রদর্শনী সম্বন্ধে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। মোবাইল এবং টেলিফোন রিপেয়ারিং পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের প্রকল্প সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ। ইলেকট্রনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের প্রকল্প ছিল 3D CNC Plotter by using PCB Design। দেখানো হল Mini CNC Plotter by using two DVD Writers। দাবি করা হল এই প্রকল্পের ফসল একটি প্রিন্টারের দাম হবে বাজারের সর্বনিম্ন। মাত্র তেরশ টাকা। ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের চারটি মডেলের প্রদর্শন করে। ক) Centenary Express খ) Kaplan Turbine গ) Pelton wheel ঘ) Street lighting। Kaplan Turbine-অস্ট্রীয় ইঞ্জিনিয়ার ভিক্টর কাপলান আবিষ্কার করেন। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে এটা ব্যবহার করা হয়। শক্তি সংরক্ষণের জন্য রাস্তার আলোকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা দেখিয়ে উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দেন ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা।

দক্ষতার অনন্য প্রদর্শন

কম্পিউটার সফটওয়্যার বিভাগের প্রকল্পের নাম ছিল হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এণ্ড অ্যাডভান্সড নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রকল্পের নাম ছিল Internet of Things (IOT) খরচ আনুমানিক আটশ টাকা। সিভিল বিভাগের ছাত্ররা নির্মাণ করে Cabled Suspension Bridge। দেখার মত কাজ।

অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্ররা নির্মাণ করে ইলেকট্রিক বাইসাইকেল। বাইসাইকেলটি 24V 250 Watt মোটরে চলে। পাওয়ার সাপ্লাই লাগে 24 Volt 20 ah battery।

প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন মাননীয় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জর্জের ডিরেক্টর ফিন্যান্স সুব্রত দত্ত

এটি যেহেতু পুরোপুরি ইলেকট্রিক সাপ্লাই চালিত গাড়ি তাই দূষণ ঘটার প্রশ্নই ওঠেনা। মাননীয় সাংসদ শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গাড়িটি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে সরকারি তরফে চিন্তা ভাবনা করা হতে পারে বলে তিনি জানান। এই বিভাগের ছাত্রদের দ্বিতীয় প্রকল্প ছিল সোলার প্রকল্প। এয়ার কন্ডিশনিং এণ্ড রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ছাত্ররা তৈরি করেন আরো একটি মন কেড়ে নেওয়া মডেল "Model of Servicing of Water Cooled Condenser"। স্কিল ফেয়ারের অনুষ্ঠানে ২৫ টি সংস্থার ৩৩ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। G.P. Tronics Pvt. Ltd. এর Director-Corporate পি. চৌধুরী হাজির ছিলেন। Dekem Engineering -এর Director & MD মোনামি মুখার্জি এবং সায়ন মুখার্জি এসেছিলেন। Suraksha Diagonistic Pvt. Ltd.-এর Facility Manager & Asst. Manager গৌতম সেন শর্মা এবং অরিন্দম মণ্ডল আসেন। এছাড়াও ছিলেন পি. কে বসু এবং শান্তনু দাস। এরা সবাই ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের প্রতিনিধিত্ব করেন। BSS Design & Interior Pvt. Ltd.-এর ডিরেক্টর মন্টি শা এবং প্রিয়াঙ্কা ঘোষ আসেন। Castle Interior এর Director সন্দীপ বোস উপস্থিত ছিলেন। Dey & Dey's Creation-এর Director রামচন্দ্র দে উপস্থিত ছিলেন। Daikin India -র সিনিয়র ম্যানেজার অভিক রায় শুভেচ্ছা জানান। শুভেচ্ছা জানান IFB-র বিজনেস ম্যানেজার বিনতা দত্ত। Carrier Midea-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এজি এম (সার্ভিস) এবং ম্যানেজর সার্ভিস শিবশঙ্কর বোস এবং শুভাশিস দাস। Godrej & Boyce-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ট্রেনিং ম্যানেজার বিকাশ বিশ্বাস। Sreeja Infortech-এর Proprietor সুদীপ্ত দাস এসেছিলেন। এসেছিলেন Vicom Security-র Asst. Manager অজয় গুপ্ত। Oppo Mobile-এর পক্ষে উপস্থিত

- পরের পৃষ্ঠায়

জর্জ বার্তা

GEORGE TELEGRAPH

ISO 9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

দক্ষতার নয় দশক

২

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

- প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিলেন সিনিয়র ম্যানেজার এইচ আর অভিজিৎ বারিক। Capgemini-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজার অভ্র ভট্টাচার্য্য। Hitecla Service-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গৌতম গাঙ্গুলী এবং শম্পা বোস।

Tata Motors -এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সিনিয়র ম্যানেজার (টেকনিক্যাল সার্ভিস) রজত চক্রবর্ত্তী, ডিজিএম অতীন বিশ্বকর্মা এবং আর এস এম ভি কে কপূর। Mahindra First Choice Service Ltd.-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নিরুপম সাহা। Bhandari Automobile (Tata) -র পক্ষে সৈকত রায়। Bhandari Automobile (Maruti)-র পক্ষে অমিতাভ দেব এবং Bhandari Automobile (Tata)-এর পক্ষে সৌমিত্র সরকার উপস্থিত ছিলেন। Shiva Wheel Honda-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস দে।

Premier Car World থেকে এসেছিলেন পায়েল মজুমদার এবং নীলাঞ্জন রায়। Lexus Motors থেকে এসেছিলেন সুব্রত ব্যানার্জি। দক্ষতার বিকাশ অভিনবত্বের পর্যায়ে পৌঁছে স্কিল ফেয়ার ২০১৮ কে গৌরবান্বিত করে।

আমাদের রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের প্রতিভা সর্বজন মাঝে তুলে ধরার লক্ষ্যে স্কিল ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতের বিজনেস লিডার হওয়ার লক্ষ্যে জর্জ টেলিগ্রাফের ছাত্ররা যাতে এগিয়ে যেতে পারে তারই লক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়। শেখানো হয় ছোট এবং বড় টিমকে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী। প্রায় ৪৫০ জন ছাত্রদের ২৭টি প্রজেক্টের মডেল প্রদর্শনী দেখানো হয়। ২২৫টি ভোট পেয়ে Viewers Choice-এ প্রথম স্থান অধিকার করে এসি রেফ্রিজারেশন ডিপার্টমেন্ট। উপহার তুলে দেন অভিজিৎ কুণ্ডু। Industry Choice-এ ইলেকট্রনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টিমেন্ট পুরস্কার পায়। পুরস্কার তুলে দেন অয়ন সরকার। পুরস্কার পায় সিভিল ডিপার্টমেন্টের ইন্টেরিয়র ওপর একটি প্রজেক্ট।

Best Innovative Project of the year-এর পুরস্কার পায় Automobile Department। ইলেকট্রিক বাইসাইকেলের জন্য। পুরস্কার তুলে দেন সুকন্যা চ্যাটার্জি। ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা সেন্টেনারী এক্সপ্রেস সহ তিনটি মডেল গড়ে অধ্যক্ষ গোরা দত্তের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিনোদন শৈলীর অভিনব প্রকাশ দেখান কলা-কুশলীরা। জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের কর্ণধার মাননীয় শ্রী সুব্রত দত্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষক মহাশয়দের ধন্যবাদ জানান।

স্কিল ফেয়ারের নানা মুহূর্ত লেন্স বন্দী আমাদের ক্যামেরায়।

স্কিল ফেয়ারের নানা মুহূর্ত লেন্স বন্দী আমাদের ক্যামেরায়।

জর্জ টেলিগ্রাফের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

গত ১লা এপ্রিল ২০১৮ তে জর্জ টেলিগ্রাফের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিয়ালদা মেন ট্রেনিং সেন্টারে। ২০১৭ সালকে জর্জ কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করেছিল নক্ষত্রসম বছর হিসেবে।

শিক্ষার স্বীকৃতির দিনে অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন প্রতিভাময়ী সঙ্গীত শিল্পী মৌমিতা সেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা তিনি মাতিয়ে দিলেন দর্শক শ্রোতাদের হৃদয়। সলিল চৌধুরী থেকে মুকেশ, গীতা দত্ত থেকে আশা, লতা, আরতি মুখোপাধ্যায়-সব ধরনের গান গাইলেন তিনি। জর্জ কর্তৃপক্ষ উপস্থিত কর্মীবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীদের মুহুর্মুহু হাত তালিতে ক্যাম্পাস মেতে উঠেছিল। ফিরে এল সত্তরের দশক। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে মৌমিতা ধরলেন 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ'। এরপর ধুলো মাখা ঝড় উঠল। সঙ্গে বৃষ্টি। জর্জের ডিরেক্টর ফিন্যান্স সুব্রত দত্ত বললেন, জর্জ পরিবারের সবাই মিলে এক সাথে বসে অতি সুন্দর গানের অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জর্জের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে যারা ভালো কাজ করেছে, উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছে তাদের সম্মানিত করছি।

বিভিন্ন বিভাগে মোট ষোলটি পুরস্কার ছিল। একই ক্ষেত্রে একাধিক পুরস্কার দেওয়া হয়। বেস্ট ট্রেনিং সেন্টারের পুরস্কার পান জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কন্টাই কেন্দ্র, এই পুরস্কার ২০১৭ সালের পারফরম্যান্স-এর জন্য। ডায়রেক্টর পার্সোনেল কন্টাই কেন্দ্রের প্রশাসনিক আধিকারিক আশিস ওঝার হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আশিষ ওঝা বললেন, এই পুরস্কার সকলের। হেড অফিসের থেকে যখনই যা সার্পোট চেয়েছি পেয়েছি। জর্জ টেলিগ্রাফের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

'সেরার সেরা সেন্টারের অন্যতম পুরস্কার অর্জন করল উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবরা কেন্দ্র।' পুরস্কার নিতে এসেছিলেন কেন্দ্র নির্দেশক অলোক কুণ্ডু, দীপঙ্কর সরকার এবং মনিকা সেন। অলোক কুণ্ডু বললেন এই উৎকর্ষতা ধরে রাখতে হবে।

বেস্ট কাউন্সেলর ২০১৭-র পুরস্কার পেলেন লিলুয়া সেন্টারের কৌশিক ঘোষ। পুরস্কার তুলে দেন শ্রী অধিরাজ দত্ত। মিলন চৌধুরীর হাতে সেরা প্লেসমেন্ট পার্সোনেল ২০১৭-র পুরস্কার তুলে দেন হরনাথ দাস। একই বিষয়ে পুরস্কার অর্জন করেন পৃথ্বীশ দে। পুরস্কার তুলে দেন অয়ন সরকার। বেস্ট প্লেসমেন্ট পার্সোনেল ২০১৭-র পুরস্কার পান রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়। অভিজিৎ কুণ্ডু বলেন, সবার সঙ্গে এই উৎকর্ষ সন্ধ্যায় হাজির হতে পেরে আমি গর্বিত। জর্জ যেন এডুকেশন সেক্টরে সারা ভারতের মধ্যে নিজের জায়গা তৈরী করে নিতে পারে। মিলন চৌধুরী দৃপ্তভাবে জানান, আমরা ১নং হব। ভারত ও ভারতের বাইরে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান স্মরণীয় করে রাখলেন প্রিন্সিপ্যাল গোরা দত্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়ে।

শিয়ালদা কেন্দ্রের চারজন কাউন্সেলর পুরস্কার পেলেন। দিগন্ত ব্যানার্জি, মঞ্জুশ্রী দাস, শতরূপা চক্রবর্ত্তী, মাধুরী চক্রবর্ত্তীকে সবাই বাহবা দিলেন। চন্দন ধর, সৌমন কুমার সাহা, সৌরভদের কুশলী কাজের তারিফ করেন ডিরেক্টর ফিনান্স শ্রী সুব্রত দত্ত। তারিফ করেন Positive Attitude-এর। সুব্রত দত্ত আবার বলেন, আমরা সফল হব। ভেতরের শক্তিকে ব্যবহার করেই আমরা সফল হব। আমাদের প্রতিযোগিতা নিজেদের সঙ্গে। আমি চাই প্রত্যেকে নিজেদের মেলে ধরুক।

শিয়ালদা মার্কেটিং টিম খুব ভালো কাজ করেছে। প্রত্যেকের প্রাণে সঞ্চারিত হোক নতুন আশা। এই উৎসব নতুন আশার, নতুন দিশার ঠিকানা লিখে দিল পুরস্কার প্রাপক, উপস্থিত ফ্যাকাল্টি মণ্ডলী, ছাত্রছাত্রীদের মনে।

জর্জের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব

অধ্যক্ষ গোরা দত্ত-র কাছ থেকে শংসাপত্র নিচ্ছেন আকাশ কর

বেস্ট সেন্টার-২০১৭, প্রিন্সিপ্যাল গোরা দত্ত পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন হাবরা সেন্টারের ডিরেক্টর অলোক কুণ্ডু-র হাতে।

অধ্যক্ষ গোরা দত্ত-র কাছ থেকে শংসাপত্র নিচ্ছেন মঞ্জুশ্রী দাস

বেস্ট ট্রেনিং সেন্টার-২০১৭, ডিরেক্টর ফিন্যান্স সুব্রত দত্ত পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আশিস ওঝার হাতে

সৌমেন কুমার সাহার হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন ডিরেক্টর ফিন্যান্স সুব্রত দত্ত

ডিরেক্টর পার্সোনেল অনির্বাণ দত্ত-র হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন দিগন্ত সেন

শতরূপা চক্রবর্তীর হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন ডিরেক্টর পার্সোনেল অনির্বাণ দত্ত

কন্টাই কেন্দ্রের এইআইসি আশিষ ওঝার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ডিরেক্টর পার্সোনেল অনির্বাণ দত্ত

বেস্ট পিআরও অ্যাওয়ার্ড
অধিরাজ দত্ত শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন কৌশিক কুমার ঘোষের হাতে

বেস্ট প্লেসমেন্ট পার্সোনেল-২০১৭
অভিজিৎ কুণ্ডুর থেকে শংসাপত্র নিচ্ছেন রাজশ্রী মুখার্জি

অয়ন সরকার পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্লেসমেন্ট সেলের কর্মী পৃথ্বীশ দে-র হাতে

আউটস্ট্যান্ডিং প্লেসমেন্ট পারফরমেন্স-২০১৭
মিলন চৌধুরার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন হরনাথ দাস।

জর্জ বার্তা
ESTD. 1920
GEORGE TELEGRAPH
ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

ঘর সাজাতে ব্যস্ত জর্জ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টেরিয়র ডিজাইনের ছাত্রছাত্রীরা

দি জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের নতুন উদ্যোগ জর্জ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টেরিয়র ডিজাইন। অন্দর সজ্জার প্রায় A to Z পড়ানো হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট কেন্দ্রে। সুসজ্জিত ক্লাসরুমে চলছে ট্রেনিং। কোর্সের নাম ডিপ্লোমা ইন প্রফেশনাল ইন্টেরিয়র ডিজাইন যেটি ১২ মাসের কোর্স অন্যটি অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ইন প্রফেশনাল ইন্টেরিয়র ডিজাইন, এটি ২৪ মাসের কোর্স। দুটি ক্ষেত্রেই ভর্তির যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক। আধুনিক সিলেবাস, সেরা মানের ফ্যাকাল্টি নিয়ে George Institute of Interior Design এগিয়ে চলেছে। এক বহুমুখী পেশার নাম ইন্টেরিয়র ডিজাইন। বণিকসভা CII-এর এক রিপোর্ট বলছে ইন্টেরিয়র ডিজাইন ভারতে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। বাড়ি অফিস প্রভৃতির জন্য পেশাদার ইন্টেরিয়র ডিজাইনার নিয়োগ করছেন এক শ্রেণীর মালিকেরা। বসত বাড়ির সংজ্ঞা এখন বদলে যাচ্ছে। তা এখন গৃহস্থের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হিসেবে ধরা দিচ্ছে। এখন অন্দরসজ্জার বিষয়কে বিজ্ঞান বলা হচ্ছে যা স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করছে। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। রোজগেরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ইন্টেরিয়র ডিজাইন। ভারত সরকার National Design Policy রচনা করেছেন। শতকরা ষাটভাগ বৃদ্ধি পাবে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের বাজার। তথ্যাভিজ্ঞ মহল এমনই মনে করছেন। ভারতে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে ইন্টেরিয়র ডিজাইনকে ঘিরে। কত ধরনের অন্দরসজ্জা হতে পারে? ব্রিটানিকার তথ্য বলছে অনেকগুলি। প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। রেসিডেন্সিয়াল ইন্টেরিয়র্স এবং নন্ রেসিডেন্সিয়াল ইন্টেরিয়ার্স। নন-রেসিডেন্সিয়াল ইন্টেরিয়র্স এর মধ্যে পড়ে পাবলিক ইন্টেরিয়র্স। এর মধ্যে রয়েছে গভর্ণমেন্ট ইন্টেরিয়ার্স, ইন্সিটিটিউশন্যাল ইন্টেরিয়ার্স, কমার্শিয়াল ইন্টেরিয়র, রিলিজিয়াস ইন্টেরিয়ার্স,স্পেশাল ইন্টেরিয়ার্স। এটা বাস্তব যে বসত বাড়ির অন্দরসজ্জা এবং পাবলিক ইন্টেরিয়র্স-এর মধ্যে প্রভেদ থাকবে। সিলিং থেকে শুরু করে বসার চেয়ার অন্য রকম হবে।

ইন্টেরিয়ার ডিজাইন হল পরিবেশগত ডিজাইনের একটি অংশ যা আর্কিটেকচারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ঘরে বাইরে সুস্থ পরিবেশ তৈরির আকাঙ্খা সভ্যতার আদি থেকে পরিলক্ষিত হয়। যদিও ইন্টেরিয়র ডিজাইনের বর্তমান ধ্যান ধারণা বেশ নতুন। স্পেস নিয়েই কাজ ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের। একটা জায়গা বা অঞ্চলকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তাই নিয়েই ইন্টেরিয়র ডিজাইনের বৃত্ত। হোটেল, দোকানপাট, শপিং মল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক কেমন করে সাজানো যায় তা নিয়ে জর্জের পার্ক স্ট্রিট কেন্দ্রে পড়াশোনা চলছে। সৌন্দর্য ও শিল্প শোকর্য্য নিয়েই কাজ ইন্টেরিয়ার ডিজাইনারদের। গথিক ক্যাথেড্রালে স্টেইনড গ্লাসের ব্যবহার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি স্ট্যাচু অব লিবার্টি একটা সৌধ হিসেবে পরিচিত হলেও তার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে ইন্টেরিয়র স্পেস ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যালেন্সড সিমেট্রি, কালার টেক্সচার, লাইট স্কেল নিয়ে গড়ে উঠেছে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের জগৎ। Hans Scharoun এর মত ডিজাইনার রা অমর হয়ে রয়েছেন জার্মানির Berlin Philharmonic Concert হলের ডিজাইন করে। স্টাইল এই শিল্পে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিলিং, মেঝে, দেওয়াল, জানলা, দরজা, ফার্নিচার, লাইটিং, ফ্রাব্রিক্স কি হবে তা নিয়ে গবেষণা চলছে। পেন্টিং, আসবাবপত্র, কার্পেট, পটারি, মাদুর, ট্যাপেস্টিজ সব কিছু নিয়েই ইন্টেরিয়র ডিজাইনের সংসার। গুহা মানবেরা কুড়ি হাজার বছর আগে দেওয়াল চিত্র আঁকত। এগুলিও ইন্টেরিয়ার ডিজাইনের উদাহরণ। ভারতীয়রা ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং বলতে বুঝত একটা কার্পেট, মার্বেলের মেঝে আর সাদা দেওয়াল। হালফিল এই ধারণা বদলেছে।

Advance Diploma in Professional Interior Design কোর্সের সিলেবাসে রয়েছে Basic Knowledge on-civil Construction, Realistic views (3D), Site Visit, Estimation, Project Design, 2D Max, Fundamental Concept on Wall Cladding, Automation in Interior, Workshop with designers and companies.

Diploma in Professional Interior Design এর সিলেবাসে রয়েছে Principle of Interior Design, Ergonometris, Civil Construction, Theory on Illumination, Industry visit, Autocad, 3D Max ইত্যাদি।

পার্কস্ট্রিট ঃ "অসীম শোভা" ২২এ লাউডন স্ট্রিট, চতুর্থ তল, কলকাতা - ১৬

জর্জ বার্তা

GEORGE TELEGRAPH
ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION

দক্ষতার নয় দশক

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

'শিল্পের ডানহাত' জর্জ এখন বাংলাদেশে

বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে গঠিত হয় 'জর্জ টেলিগ্রাফ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড'। ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া হয় বাংলাদেশের শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন কে। শুরু হয়েছে পড়াশোনা, ঢাকার মীরপুরে। পড়লেই চাকরি? এও কি সম্ভব এই ইঁদুর দৌড়ের যুগে? সম্ভব। সাফ জানালেন 'দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের'-এর প্রিন্সিপ্যাল গোরা দত্ত। তিনি বললেন, জর্জ বঙ্গবন্ধু। একটু দেখে পা ফেললেই বেকারত্ব নির্মুল করা যায় বাংলাদেশে। কতকগুলো কথা শুধু মাথায় রাখতে হবে। গত ৯৮ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা দিয়ে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর জীবন গড়ে দিয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ। তিন প্রজন্মের জর্জ টেলিগ্রাফ নাড়ির টানে আজ তাই আবার বাংলাদেশে। ইচ্ছে আছে সমস্ত ডিভিশনে ভালো কাজ করার। টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল এডুকেশন ট্রেনিং কে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে ধরার। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী তৈরি করে দিচ্ছে জর্জ টেলিগ্রাফ। সে অটোমোটিভ, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার যাই হোকনা কেন? বাংলাদেশের মীরপুরে স্কিল ও নলেজকে কাজে লাগাতে জর্জের নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অদক্ষ জনসংখ্যাই বাংলাদেশের মূল সমস্যা। এই জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপায়িত করতে পারলে বাংলাদেশ বদলে যাবে। বিশাল সংখ্যক ওয়ার্কফোর্সই বাংলাদেশের সম্পদ। তাকে কাজে লাগাতে হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে TVET বা Technical & Vocational Education and Training গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে দ্রত হারে বেড়েছে। ৬,৯০,০০০ ছাত্রছাত্রী ২০১৪ সালে TVET-এ নাম লিখিয়েছে। ঢাকায় বিশাল জনপ্রিয় TVET। সুযোগও এখন সব থেকে বেশি। জর্জের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই পারে টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে খুব দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। রিপোর্ট বলছে ওয়েব ডিজাইন, নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট, অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে পারলে ষোলআনা লাভ আছে। জর্জ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সব কোর্সেই উচ্চমানের প্লেসমেন্ট দেওয়ার। জর্জের নিজস্ব প্লেসমেন্ট সেল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করতে পারলেই মনের মত চাকরি পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের ৫৯.৩% ছাত্রছাত্রী কারিগরী শিক্ষা নিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। জর্জের মত বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কদর তাই অনেক বেশি। জর্জের সব কটি কোর্স প্রফেশনাল অ্যাডভান্সমেন্টের দিকে নজর দিয়ে তৈরি। একটা স্টাডি বলছে যারা দিনে দু ডলারের বেশি রোজগার করেন তারা বড় মেয়াদের কোর্স করতে পারেন। জর্জের দুবছরের অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স অত্যন্ত নামি। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এণ্ড নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দু বছরের কোর্সটিতে রয়েছে Basic Analog ও Digital Electronics, Microprocersor, Harddisc ও Laptop Maintainance সঙ্গে advanced computer networking। পাশাপাশি ২৪ মাসের এয়ার কন্ডিশনার এণ্ড রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ছাত্ররা পাশ করলেই সার্ভিস এবং/অথবা মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার্স হিসেবে কাজ করতে পারবে।

ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান কোর্সটিতে রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, ওভারভিউ অফ আর্মেচার ইত্যাদি। সিভিল ড্রাফ্টস্‌ম্যান(ক্যাড সহ) কোর্সটি করে ছাত্রছাত্রীরা বিল্ডিং, কালভার্টস, ব্রিজ এবং

রোড ওয়ার্কের কাজ করতে পারবেন। ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার-এ রয়েছে দারুণ সুযোগ। অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি করে একটি আধুনিক অফিসের দৈনন্দিন কাজ চালাতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা।

সারা বিশ্বে জর্জের পড়ুয়ারা ছড়িয়ে আছে। বহুজাতিক Nokia, LG, Samsung, Sony, Volkswagen, Ford ইত্যাদি কোম্পানিতে। শিল্পায়নের দ্রুত বৃদ্ধি কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এর সফল ব্যবহার বাংলাদেশ কে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভোকেশনাল এডুকেশন পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিটি কোর্সের শিক্ষাদানে রয়েছে সেরা শিক্ষকদের নিয়ে শ্রেষ্ঠ ফ্যাকাল্টি। চলছে এই কোর্সগুলিতে ভর্তি। আসন সীমিত।

সত্বর ভর্তির জন্য যোগাযোগ :

দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা কেন্দ্র, অপলক, ২২৫ সেনপাড়া পার্বতা, পঞ্চমতলা, মীরপুর-১০, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফোন-০১৭০৯৩৮০০৪৮/০১৯১২২৩৬১০৮

শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনাল আদালত পরিদর্শন

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সালে কোন্নগরের জর্জ স্কুল অব ল-এর পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীরা শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনাল আদালত পরিদর্শন করেন অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর মৌমিতা ভট্টাচার্য্য, শুভম ব্যানার্জি ও অন্যান্য কর্মীদের তত্ত্বাবধানে। অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের কোর্টে প্রমাণ দাখিলের কার্যাবলী ছাত্রছাত্রীরা পরিলক্ষিত করেন। শ্রীরামপুর জেলা আদালতের প্রাক্তণ বিচারকের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হলেন ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া তারা শ্রীরামপুর আদালতের এক স্বনামধণ্য বিচারকের সঙ্গে তথ্যের আদান প্রদান করেন। ছাত্রছাত্রীরা আদালত কক্ষও ঘুরে দেখেন।

ক্লাসরুমের তত্ত্বগত পড়াশোনার বাইরে আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন খুবই কাজে দেয়। আদালত কক্ষের কার্যকলাপ তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে বলে আশা করা যায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আদালত পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলবে। ভবিষ্যতে এই ধরণের আদালত পরিদর্শন করতে "জর্জ স্কুল অব ল" প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টেক্সম্যাকো জর্জ টেলিগ্রাফ উৎকর্ষ কেন্দ্র

শিক্ষা ও শিল্পের মেলবন্ধন ঘটল। একদিকে দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, অন্যদিকে মেসার্স টেক্সম্যাকো রেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। এই দুই সংস্থা মিলে গড়ে তুলল Texmaco George Telegraph Centre of Excellence (T.G.T.C.E)। ছাত্রছাত্রীদের কাছে কারিগরী শিক্ষার সুফল পৌঁছে দিতেই দুই পক্ষের এই সম্মিলিত প্রয়াস। ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটটি গড়ে উঠেছে বেলঘরিয়ায়। বর্তমানে মেসার্স টেক্সম্যাকো রেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড আই.এস.ও ৯০০১ : ২০১৫ কোম্পানি। বহুধারায় বিভক্ত, মাল্টিইউনিট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি, এটি Adventz Group-এর ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি যার চেয়ারম্যান হলেন শ্রী সরোজ পোদ্দার। রোলিং স্টক, হাইড্রো মেকানিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট স্টিল কাস্টিংস এবং অন্যান্য পণ্যর উৎপাদনে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেদ্ব M/s Texmaco Rail Engineering Ltd.। এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের একটি অংশ Texmaco Rail Engineering Ltd. CSR প্রকল্পে ব্যয় করবে। ছাত্রদের স্কলারশিপ দেওয়া হবে। মোট ৭টি কোর্স করানো হচ্ছে। রয়েছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এণ্ড নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান, এয়ারকন্ডিশনিং এণ্ড রেফ্রিজারেশন টেকনিশিয়ান, এসি রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এণ্ড অফিস ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এণ্ড প্রোগামিং, প্রফেশনাল এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ইত্যাদি।

Texmaco George Telegraph Centre of Excellence (T.G.T.C.E) গড়ে তোলার ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে গত ১৮ই মার্চ ২০১৭ সালে। জর্জের পক্ষে মৌ স্বাক্ষর করেন ডিরেক্টর ফিন্যান্স শ্রী সুব্রত দত্ত। টেক্সম্যাকো রেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের পক্ষে সই করেন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ফিন্যান্স) এ. কে. বিজয়।

বারাসাতে ক্রিকেট ম্যাচ

ছাত্রজীবনে খেলাধূলার গুরুত্ব অপরিসীম, এর মাধ্যমে কেবলমাত্র সুস্থ শরীরই নয় সুস্থ মননশীলতাও গড়ে ওঠে যা কিনা যে কোনো ছাত্রছাত্রীকে তার মেধা অর্জনে বহুগুণ উৎসাহিত করে। আর এই উদ্দেশ্যেই গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮ জর্জ টেলিগ্রাফের বারাসাত কেন্দ্র আয়োজন করে একটি Inter College ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট। উক্ত অনুষ্ঠানটিতে বারাসত GTTI , এবং বারাসাত ITC এর সকল Staff এবং Faculty member এবং কমবেশি প্রায় ৩৫০ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচিত ছাত্রদের মোট ১০টি টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতি খেলায় ছিল man of the match এর শিরোপা। তাছাড়াও খেলার শেষে best Batsman, best bowler এবং best fielder কে Individual পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ী এবং বিজিত দুই দলের প্রত্যেক সদস্যকে দেওয়া হয় জর্জ টেলিগ্রাফ Makes Yours life নামাঙ্কিত সুদৃশ্য জার্সি, তৎসহ Champion এবং Runners UpTrophy

পূর্ব বারাসাতের হাইস্কুলের মাঠে- বারসাত কেন্দ্রীক সাধারণ মানুষ ও টাকি রোড সংলগ্ন পথচারীদের উপস্থিতি, উদ্দীপনা সর্বোপরি উৎসাহ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খেলার শেষে সকল ছাত্রছাত্রীদের মুখে ছিল একটাই স্লোগান " থ্রি চিয়ার্স ফর জর্জ টেলিগ্রাফ- হিপ হিপ হুররে।" আসছে বছর আবার হবে।

জর্জ বার্তা
ESTD. 1920
GEORGE TELEGRAPH
IISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION

দক্ষতার নয় দশক

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

বেহালা ও লিলুয়ায় শুরু হল প্যারামেডিকেলের পাঠ্যক্রম

জীবনদায়ী ওষুধের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জর্জ টেলিগ্রাফ নিয়ে এল বেশ কয়েকটি কোর্স। প্যারামেডিকেলের এইসব পাঠ্যক্রম পড়লে নিশ্চিতভাবে কেরিয়ারের গ্রাফ হবে উর্দ্ধমুখী। বাড়িতে গঞ্জনা শুনতে হবে না। কিন্তু প্যারামেডিকেল প্র্যাকটিশনার কাদের বলে? এই পেশার বৈশিষ্ট্য কি? প্যারামেডিকেল প্র্যাকটিশনাররা মানুষের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পেশাদার ডাক্তারদের সাহায্য করাই তাদের কাজ। এটি একটি সমান্তরাল চিকিৎসা বিজ্ঞান। এই সংক্রান্ত শিক্ষার টানেই বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বেছে নিচ্ছেন এই ক্ষেত্রের নানা কোর্সকে। অভিভাবকরা আশান্বিত। গত ২৬ এবং ২৭শে জুন তারিখে উদ্বোধন হয়ে গেল বেহালা ও লিলুয়া সেন্টারের।

জর্জ টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর ফিন্যান্স সুব্রত দত্ত উপস্থিত ছিলেন বেহালার অনুষ্ঠানে। পাঠ্যক্রম শুরুর এই অনুষ্ঠানে তিনি ও প্রিন্সিপ্যাল গোরা দত্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের এই অতি প্রয়োজনীয় কোর্সগুলির ক্লাস শুরুর সবুজ সঙ্কেত দেন। আগত অতিথিদের পুষ্পস্তবক দেওয়া হয়।

মাননীয় শ্রী সুব্রত দত্ত স্বাগত ভাষণ দেন। তার সুরে সুরে মিলিয়ে অতিথিরা শিক্ষা ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান, পঠন পাঠনের পদ্ধতি, প্লেসমেন্ট দেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করেন। বেহালা, লিলুয়া কেন্দ্রে যে সমস্ত কোর্সগুলি পড়ানো হবে তার তালিকা এই রকম। ২৪ মাসের ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরী টেকনোলজি, ২৪ মাসের ডিপ্লোমা ইন রেনাল ডায়োলিসিস টেকনিশিয়ান, ২৪ মাসের ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি। রয়েছে ১২ মাসের কোর্স সার্টিফিকেট ইন মেডিকেল রেডিওলজি এবং ইমেজিং টেকনোলজি।

আরো তিনটি স্বল্পমেয়াদের কোর্স সেন্টার দুটি আলোকিত করছে। এই দুটি কোর্স হল সার্টিফিকেট ইন্ অ্যানাস্থেশিয়া টেকনিশিয়ান, সার্টিফিকেট ইন কার্ডিয়াক কেয়ার টেকনিশিয়ান এবং সার্টিফিকেট ইন জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্টেন্ট। শরীরের একটা বড় অংশ জুড়ে কাজ করবে জর্জ প্রশিক্ষিত হেলথ কেয়ার টেকনিশিয়ানরা। বহু নামজাদা হাসপাতাল, নার্সিং হোমের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ। সোনারপুর, বারাসাতের পর আরো দুটি কেন্দ্র অর্থাৎ বেহালা ও লিলুয়া কেন্দ্র যুক্ত হল। AMRI, MEDICA, MARWARI RELIEF SOCIETY, VIDYASAGAR SG HOSPITAL, ISPAT CO-OPERATIVE এবং বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি হাসপাতালে ইন্টার্ণশিপ/ প্র্যাকটিক্যাল হবে। প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠেনা এখানে। এই দিন অনুষ্ঠানস্থল কে আরো যারা আলোকিত করেছিলেন তারা হলেন অধিরাজ দত্ত (জয়েন্ট ডিরেক্টর, কর্পোরেট এণ্ড মিডিয়া রিলেশন্স), শ্রীমতি মিতালী ব্যানার্জি (জয়েন্ট ডিরেক্টর, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এণ্ড অপারেশন), শ্রী গোপাল পাল (বিজনেস অ্যাসোসিয়েট, জিটিটিআই), শ্রীমতি সমাপ্তি ভট্টাচার্য্য- কো অর্ডিনেটর সেন্টার অফ প্যারামেডিকেল সায়েন্স এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ।

মাননীয় প্রিন্সিপ্যাল গোরা দত্ত এবং ডিরেক্টর ফিন্যান্স মাননীয় সুব্রত দত্ত

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন প্রিন্সিপ্যাল মাননীয় গোরা দত্ত। সঙ্গে রয়েছেন অধিরাজ দত্ত (জয়েন্ট ডিরেক্টর, কর্পোরেট এণ্ড মিডিয়া রিলেশন্স)

উদ্বোধনের ক্ষণে মাননীয় প্রিন্সিপ্যাল গোরা দত্ত এবং ডিরেক্টর ফিন্যান্স মাননীয় সুব্রত দত্ত

জর্জ বার্তা

GEORGE TELEGRAPH
ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

লিলুয়া কেন্দ্রের অনুষ্ঠানও সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় ২৭শে জুন ২০১৮ তারিখে। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে হেলথ কেয়ার শিল্প। শুধুমাত্র ভারতেই ৬ মিলিয়ন চাকরি হবে প্যারামেডিকেল ক্ষেত্রে। সম্প্রতি State Medical Faculty of West Bengal- এর স্বীকৃতি পেল জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের সংস্থা জর্জ টেলিগ্রাফ সেন্টার অফ প্যারামেডিকেল সায়েন্স। স্টেট মেডিকেলের ওয়েবসাইট খুললেই জ্বলজ্বল করছে লিলুয়া সেন্টার ও বেহালা সেন্টারের নাম। সঠিক ট্রেনিং ও পরিকাঠামো দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের গ্রুম করবে জর্জ। স্বাস্থ্যক্ষেত্র সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ছুরি কাঁচির জগৎ সম্বন্ধে বিশদে বলার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন অভিজ্ঞ কাউন্সেলররা।

দুটি সেন্টারের যোগাযোগ -

বেহালা ঃ ৪০১, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৪

লিলুয়া ঃ ১/৩ বেলুড়, লিলুয়া স্টেশনের সন্নিকটে, মহাবীর পার্কের পাশে।

ডিরেক্টর ফিন্যান্স মাননীয় সুব্রত দত্ত

জয়েন্ট ডিরেক্টর, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এণ্ড অপারেশন শ্রীমতি মিতালী ব্যানার্জি

উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে জর্জ টেলিগ্রাফ

ESTD.-1920

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প হল উৎকর্ষ বাংলা। কেমন চলছে এই প্রকল্প? যুব গোষ্ঠী কিভাবে উপকৃত হচ্ছে? জানালেন দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর- প্রজেক্টস শ্রী শুভব্রত শীল। তিনি বললেন, জর্জ টেলিগ্রাফ ইলেক্ট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান, অটোমোটিভ ২-৩ এবং ৪ হইলার, অ্যাকাউন্টিং, ট্যালি, প্লাম্বিং এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বরাত পেয়েছে। এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। জর্জ টেলিগ্রাফের ১৯টি কেন্দ্রে ৩,৬০০ ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গত ফেব্রুয়ারী ২০১৮ থেকে ১১টি কেন্দ্রে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। ১ বছরের মধ্যে ট্রেনিং শেষ করতে হবে। ক্লাস এইট পাশ থেকে গ্র্যাজুয়েশন-এই বৃত্তের মধ্যে যে কেউ এই স্কিমে ক্লাস করতে পারবে। এখনও পর্যন্ত ১২০০ ছাত্রছাত্রীর ট্রেনিং ১১টি সেন্টারে শেষ হওয়ার মুখে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও জর্জ টেলিগ্রাফ পা রেখেছে। অসমে PMKVY-2 করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে ত্রিপুরার আম্বাসাতে PMKVY-2 প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। ত্রিপুরাতে NEEPCO প্রকল্প সাফাল্যের সঙ্গে শেষ করতে পেরেছে জর্জ টেলিগ্রাফ। আসামের ডিব্রুগড়ে NEEPCO প্রকল্প চলছে। ঝাড়খণ্ডে জর্জের ২টো সেন্টারে JSDM অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনের প্রজেক্ট শুরু করতে চলেছে জর্জ টেলিগ্রাফ । উড়িশ্যাতে তিনটি সেন্টারে ১০০০ জন ছাত্রছাত্রীকে ট্রেনিং করাতে উদ্যোগী হয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ। খুড়দা এবং কটকের পর বালাসোরে নতুন সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। এই তিনটে সেন্টারে অটোমোবাইল ২-৩ হুইলার এবং ফোর হুইলার এবং এসি টেকনিশিয়ান ওপর প্রশিক্ষণ চলছে MES মডেলে। বিহারে স্কিল মিশন এবং PMKVY করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জর্জ বার্তা
ESTD. 1920

GEORGE TELEGRAPH
ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION

দক্ষতার নয় দশক

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

সরকারি চাকরিতে ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অগ্রদূত GSCE

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শুরু হয় কৈশোর পার করার পর থেকেই আর সুরক্ষিত ভবিষ্যতের প্রবেশদ্বার হল সরকারি চাকরি। সেই পথের বিশ্বস্ত অগ্রদূত জিএসসিই । সাধারণত স্কুল কলেজের গন্ডি পেরোনোর পর সকল ছাত্রছাত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করে। এই সময়ই ছাত্রছাত্রীদের কর্মজীবনের শীর্ষস্তরে পৌঁছানোর জন্য থাকে প্রচন্ড চাহিদা ও আগ্রহ। এটাই হল ছাত্রছাত্রীদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে চিন্তিত হন এবং এক্ষেত্রে সরকারি চাকরিই দিতে পারে সামাজিক সম্মান ও চিন্তাযুক্ত জীবন। অষ্টম শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সব ধরনের পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে প্রিলিমিনারি, মেইন, ইন্টারভিউ- প্রয়োজন অনুযায়ী গাইডলাইন পাওয়ার সুযোগ আছে এখানে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধু বিষয়বস্তু পড়ান না সঙ্গে সাফল্য পেতে যে বজ্র কঠিন মানসিক দৃঢ়তা লাগে সেই পজিটিভ মানসিকতাও গড়ে দেন। তাইতো জিএসসিই-র সফলতার হার ১ ঃ ১। তীর ছোঁড়ার আগে সমস্ত বাহুল্য বর্জন করে শুধু ‘মাছের চোখ’ দেখতে পাওয়া সহজ কথা নয়। তার জন্য যে একাগ্রতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা প্রয়োজন সেটাই ছাত্র-ছাত্রীরা শিখতে পারে আধিকারিকবৃন্দের নিয়মিত মোটিভেশন ক্লাস-এর মাধ্যমে। শর্টকার্ট

সাফল্যমন্ডিত মুখগুলো প্রতিদিনই ইতিহাস রচনা করে চলেছে। জিএসসিই-তে আছে ফ্রিতে কেরিয়ার কাউন্সেলিং করে বয়স ও যোগ্যতানুযায়ী ভর্তি হওয়ার সুযোগ। আসন সীমিত। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে প্রতিটি কেন্দ্রে ভর্তি চলছে। GSCE-র কেন্দ্রগুলি হল - শিয়ালদহ (হেড অফিস) 136 বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কল - 12 ✆9674087465/ 9051040306

ডানলপ ● আলিপুরদুয়ার ● আসানসোল ● বাগনান ● বালুরঘাট ● ব্যান্ডেল ● বাঁকুড়া ● বারাসাত ● ব্যারাকপুর ● বেহালা ● বহরমপুর ● বোলপুর ● বনগাঁ

যোগ্যতা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে আছে অজস্র চাকরির সুযোগ, যেগুলির পরীক্ষা সারা বছর ধরেই হয়ে থাকে। সাফল্য লাভের জন্য দরকার সঠিক প্রস্তুতি ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব। এক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ৯৮ বছরের প্রতিষ্ঠান জর্জ টেলিগ্রাফের জিএসসিই ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়ে চলেছে। এখানে উত্তর-পূর্ব ভারতে ৫২টি কেন্দ্রে প্রশিক্ষন দিচ্ছেন তিন শতাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় রত-“প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে সরকারি চাকরি পাওয়ানো”-এই লক্ষ্য নিয়ে। এখানে ডবুবিসিএস, রেল, ব্যাঙ্ক, এসএসসি, পুলিশ, প্রাইমারি শিক্ষক, স্কুল সার্ভিস, পিএসসি, গ্রুপ-ডি প্রভৃতি টেকনিক, সময়ের মধ্যে উত্তর বার করার প্রকৌশল, পরীক্ষানুযায়ী সিলেবাস ও পঠনপাঠনের খুঁটিনাটি তথ্য প্রভৃতি টেকনিক্যাল নলেজ জিএসসিই-র ছাত্রছাত্রীদের অন্যদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রাখে। সব কেন্দ্রে একই মেটেরিয়ালস ধরে ক্লাস, পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, লাস্ট মিনিট সাজেশনস্ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভাবে হেড অফিস কলকাতা থেকে পরিচালিত হয় যা শহরাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাংলার ছাত্রছাত্রীদেরও সমমানের পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছে। জিএসসিই মনে করে প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রী স্বতন্ত্র যার নিজস্ব কিছু দুর্বলতার জায়গা রয়েছে যা হাতে ধরে দূর করার মাধ্যমে তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এই প্রতিষ্ঠান। তাই এখানে খুশিতে সমুজ্জ্বল

● বর্ধমান ● কাঁথি ● কুচবিহার ● ডানকুনি ● ধূপগুড়ি ● ডায়মণ্ডহারবার ● দিনহাটা ● দুর্গাপুর ● গড়িয়াহাট ● গড়িয়া ● হাওড়া ময়দান ● ইসলামপুর ● জলপাইগুড়ি ● কালিম্পং ● কল্যাণী ● কাটোয়া ● খড়্গপুর ● কোন্নগর ● কৃষ্ণনগর ● মালদা ● পুরুলিয়া ● রায়গঞ্জ ● শিলিগুড়ি ● সোনারপুর ● তমলুক ● তারকেশ্বর ● পঃ মেদিনীপুর ● সিউড়ি ● ঝাড়গ্রাম ● রাণাঘাট ● পাটনা ● রামপুরহাট ● নেতাজীনগর

ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন- 9830277100/200/300। ফেসবুক- www.facebook.com/George-School-of-Competitive-Exams। বিশদ জানতে লগ অন করুন www.gsceindia.org -তে। Toll Free No. : 18001230667

ESTD. 1920

জর্জ বার্তা

GEORGE TELEGRAPH
ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION

দক্ষতার নয় দশক

ক্রম ৩১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৮ কলকাতা, ভারত

জিএসসিই-কে টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সেরা ইন্সটিটিউট-এর শিরোপা

সম্প্রতি GSCE পেয়েছে এক সেরার শিরোপা। সেন্টারের সংখ্যা, রেগুলার স্টুডেন্স সংখ্যা, বাৎসরিক পাশের হার, বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় ব্যাঙ্ক করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, পঠন-পাঠনের গুণগত মান, এই সবকয়টি বিভাগেই নাম্বার 1 হওয়ায় GSCE-কে টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া এ বছরের সেরা কম্পিটিটিভ ইন্সটিটিউটের শিরোপা দিয়েছে যা ভবিষ্যতে এই ইন্সটিটিউট-কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে। এখানে সরকারি চাকরির জন্য সর্বোচ্চ মানের প্রস্তুতি দেওয়া হয়। সাধারণত বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছে মাধ্যমিক পাশের পরই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সরকারি চাকরি অগ্রাধিকার পায়। সরকারি চাকরি পাওয়ার প্রস্তুতি তাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরপরই শুরু করা উচিত। পরীক্ষা হলে প্রতিটি প্রশ্ন কমন পাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শেষ করা ও প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল করা— এই সবকিছুর ফলশ্রুতি— একাধিক সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র হাতে পাওয়া। তাই প্রতিটি সরকারি চাকরির জন্য চাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দরকার সঠিক গাইড লাইন। পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতে জর্জ

ছাত্রছাত্রীরা পছন্দ মাফিক অপশনাল পেপার বেছে নিতে পারে। বর্তমানে পূর্ব ভারতে GSCE-র ৫২টি কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে WBCS পরীক্ষার সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামোর সঙ্গে রয়েছে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ। সাধারণত WBCS পরীক্ষাটি গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় দেওয়া যায়, কিন্তু GSCE-তে যে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী গ্র্যাজুয়েশন পড়তে পড়তেও WBCS-এর প্রস্তুতি নিতে পারে সেক্ষেত্রে শনি, রবিবার ক্লাস করারও ব্যবস্থা রয়েছে।

রেগুলার কম্বাইন্ড ঃ WBCS-এর মতো GSCE-র এই কোর্সটিতেও রয়েছে টিল সাকসেস ফেসিলিটি। এই কোর্সটির মধ্যে দিয়ে ব্যাঙ্ক, রেল, স্টাফ সিলেকশন, পুলিশ, এসএসসি, পিএসসি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার জন্য একসাথে প্রস্তুতি নিতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে WBCS-এর মতো এই কোর্সটিরও জনপ্রিয়তা সাফল্যের দাবি রাখে।

ব্যাঙ্ক স্পেশাল ঃ এই কোর্সটির মেয়াদ তিন / ছয় মাস। কোর্স শেষ হওয়ার পরেও ইন্টারভিউ-এর সুবিধা পাওয়া যায়।

রেল স্পেশাল ঃ এই কোর্সটির মেয়াদও তিন / ছয় মাস। টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল উভয়

ম্যাগাজিন "**অ্যাচিভার্স ইন ফোকাস**", সাপ্তাহিক পত্রিকা "**শিক্ষা চাকরি ও খেলা**"। ৭) ফর্ম ফিলাপ ও রেজাল্ট জানার জন্য রয়েছে হেল্প ডেস্ক। ৮) আসন্ন পরীক্ষার উপর বিশেষ ক্লাস, ক্লাস টেস্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা। ৯) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামগ্রিক অগ্রগতির কথা মনে রেখে GSCE-র প্রত্যেকটি শাখায় সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। যাতে একজন ছাত্র / ছাত্রী আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তার দুর্বলতার দিকগুলো বুঝতে পারে ও শর্ট কাট টেকনিক প্রয়োগ করে নির্ভুল প্রস্তুতির মাধ্যমে নিজের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছায়। এছাড়া GSCE-র ফ্যাকাল্টিগণ পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে এককভাবে তার দুর্বলতার দিক গুলোকে কাটিয়ে ওঠার সম্পূর্ণ পথনির্দেশ দিয়ে থাকেন। ১০) GSCE-র প্রত্যেকটি শাখায় আসন্ন পরীক্ষার আগে পাঁচ থেকে আটটি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার মক টেস্ট নেওয়া হয়। ১১) GSCE-র নিজস্ব দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইন্টারভিউ বোর্ড রয়েছে। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি ইন্টারভিউ বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মক ইন্টারভিউ সেশনের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রুপ

সেরা কম্পিটিটিভ ইন্সটিটিউট-এর শিরোপা পেল জিএসসিই

টেলিগ্রাফের জিএসসিই হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নানা পদে বহু ছাত্রছাত্রী আজ কর্মরত। GSCE-তে শর্ট টার্ম, লঙ টার্ম প্রভৃতি বিভিন্ন রকম কোর্স করে চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। WBCS, রেগুলার কম্বাইন্ড প্রভৃতি কোর্সে আছে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ। তাছাড়া রেল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কোনো একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্যও এখানে পড়াশোনা করার সুযোগ আছে।

এখানকার কোর্সগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

WBCS : রাজ্য সরকারের অধীনে আয়োজিত প্রশাসনিক স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদের চাকরি হল ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস অর্থাৎ WBCS-এর চাকরি যা এনে দেয় প্রশাসনিক ক্ষমতা, সামাজিক সম্মান ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। প্রবল ইচ্ছাশক্তি, স্থির লক্ষ্য, পরীক্ষা উপযোগী সঠিক গাইডেন্স, স্বকীয়তা ও উপস্থিত বুদ্ধি পৌঁছে দিতে পারবে এই পরীক্ষার সাফল্যের ঠিকানায়। পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতির পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক স্বচ্ছ ধারণা, দক্ষতা ও সঠিক উত্তর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রস্তুতির বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রিলিমিনারি, মেইন ও ইন্টারভিউ—এই তিনটি ধাপে GSCE-তে সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে।

ধরনের ক্লাস ও স্টাডি মেটিরিয়ালস-এর ব্যবস্থা আছে জিএসসিই-তে। 2018 সালেই ASM, TT/TC, Goods Guard, Gr-D (Level-I), লোকোপাইলট, RPF প্রভৃতি রেলের প্রায় সমস্ত পরীক্ষার সম্পূর্ণ হবে তাই বর্তমানে রেল স্পেশাল কোর্সটি বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। এছাড়াও প্রয়োজনানুযায়ী GSCE-তে বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদি ক্র্যাশ কোর্সের মধ্য দিয়ে কোনো একটি বিশেষ পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যও রয়েছে বিশেষ ক্লাস ও মক ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা।

GSCE-র ছাত্রছাত্রীদের অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে প্রধান কারণগুলি হল-১) আধিকারিক গণের প্রত্যক্ষ নির্দেশিকা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষ অভিজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলীর সুচিন্তিত নিরলস গবেষণা ২) GSCE-র শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষাভিত্তিক ক্লাস নেন। ৩) GSCE-র প্রত্যেকটি শাখায় রয়েছে নিজস্ব কোর্স মেনটরদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করার সুযোগ। ৪) নিজস্ব রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট টিম যা বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য স্টাডি মেটিরিয়ালস, মক প্রশ্নপত্র, ক্লাস টেস্ট, লাস্ট মিনিট সাজেশনস্ প্রভৃতি তৈরি করে চলেছে। ৫) উন্নতমানের লাইব্রেরির সুবিধা। ৬) নিজস্ব মাসিক বাংলা ম্যাগাজিন "**অ্যাচিভার্স**" ও ইংরেজি

ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়ার আগে নিজেদের সম্পূর্ণ দক্ষ করে তুলতে পারে। ১২) GSCE-র WBCS ও RCC কোর্সে পড়লেই একাধিক চাকরির লক্ষ্যভেদ হওয়া সম্ভব।

GSCE-র দায়িত্ব ঃ ● ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা হলে যে প্রশ্নগুলি পাবেন তা কোনো না কোনো GSCE প্রদত্ত স্টাডি মেটিরিয়ালসে থাকবেই থাকবে। ● সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর শেষ করার দক্ষ কৌশল ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি ক্লাসে শেখানো হবেই। ● নির্ভুল উত্তরদানের পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের মক টেস্টগুলির মাধ্যমে শেখানো হবে। ● মক টেস্টের মাধ্যমে পরীক্ষায় কোন প্রশ্ন আগে, কোন প্রশ্ন পরে ও কোন প্রশ্নের জন্য কত সময় লাগবে তার সিডিউল তৈরি করে দেওয়া হবে। ● ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে ও পরীক্ষার হলে অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে এগিয়ে থাকার মানসিকতা তৈরি করবে GSCE। ● GSCE-র ইউনিক গাইডেন্স ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একজনকে অন্যের থেকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে, যার জন্যই GSCE-র সাফল্যের হার 1 : 1। যে কোনো বিষয়ে যোগাযোগের জন্য-9830277100/200/300। টোল ফ্রি নম্বর -18001230667

জর্জ বার্তা

GEORGE TELEGRAPH
ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANISATION

ESTD. 1920

ক্রম ৩১ | সংখ্যা ২৪ | জুলাই, ২০১৮ | কলকাতা, ভারত

জর্জ গ্রুপ অফ কলেজ

জর্জ স্কুল অব ল-এর কোন্নগর ক্যাম্পাসে ১২.৩.২০১৮ তারিখ থেকে শুরু হল তিনবছরের এল এল বি পাঠ্যক্রম। এই পাঠ্যক্রমটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা এই পাঠ্যক্রমটি করতে পারবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত পাঁচবছরের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি এটিও আলোড়ন তুলবে ছাত্র সমাজে।

যাদুঘরের ছবি

গত ১২.১.২০১৮ তারিখে ভারতীয় যাদুঘরে আয়োজিত হয় একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। শিয়ালদার জর্জ কলেজ এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

গত ১১.২.২০১৮ তারিখে শ্রী সলিল দে-এর তত্ত্বাবধানে জর্জ কলেজের শিয়ালদা ক্যাম্পাসে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি যোগ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

জর্জ কলেজ শিয়ালদা ক্যাম্পাসে NSS Unit-এর তত্ত্বাবধানে জর্জ কলেজের স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা একটি স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে।

খবর এক নজরে

গত ২১শে ফ্রেবুয়ারী ২০১৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় জর্জ কলেজের শিয়ালদা ক্যাম্পাসে। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডঃ পবিত্র সরকার।

জর্জ কলেজের স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চতুর্থ সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবে আয়োজিত ইন্টার কলেজ রোয়িং চ্যাম্পিয়ন শিপ (২০১৮) প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

১৩ থেকে ১৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে চণ্ডিগড়ে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি আয়োজিত All India Inter University Rowing Championship প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শিয়ালদা, জর্জ কলেজের স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রী।

BCA শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য গত ৭ই মার্চ ২০১৮ তারিখে জর্জ কলেজের শিয়ালদা ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয় বার্ষিক Tech Fest (সামিট ২০১৮)। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন VI Technologies এর সুমন দত্ত। এছাড়া CTS কোম্পানির তরফে সায়নী ব্যানার্জি, TCS কোম্পানির তরফে প্রকৃতি আকুলি এবং শতরূপা গুঁই এবং উপপ্রো কোম্পানির তরফে শান্তনু ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন।

BBA শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য Pinacle-The Management Fest-2018 অনুষ্ঠিত হয় জর্জ কলেজের শিয়ালদা ক্যাম্পাসে গত ২৪.৩.১৮ তারিখে। ম্যাক্স লাইফ ইন্সিওরেন্স এর পক্ষে হাজির ছিলেন সৃজনী হালদার, অ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এণ্ড জোনাল ট্রেনিং হেড (নর্থ এণ্ড ইস্ট), ব্যাঙ্ক অ্যাসিওরেন্স, পিডি এণ্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডোনা সেন। এইচ আর, আই সি আই সি আই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। সাম্যজিৎ মুখার্জি ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রকচর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, কেপ জেমিনি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এবং শুভঙ্কর চক্রবর্তী বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ইন্ডাস ইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

রিটেল সেক্টরে জর্জের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধল AVS Institute of Retail Excellence

খুচরো ব্যবসায় বাণিজ্য জগতে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে AVS Institute। জর্জের সঙ্গে মেলবন্ধন হতে চলেছে চিত্তাকর্ষক। তিনটি কোর্সের বিষয়ে সহমত হয়েছেন দুই সংস্থার কর্তা ব্যক্তিরা। প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে Diploma Course in Retail Management, Certificate Course in Retail Management, Certificate Course in Retail Associates। আগামী দশ বছরের মধ্যে চল্লিশ মিলিয়ন প্রত্যক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে রিটেল ইন্ডাস্ট্রিতে। বাণিজ্য নগরী মুম্বাই এর মন ইতিমধ্যে ট্রেনিং দিয়ে জয় করে ফেলেছে AVS Institute। জর্জ-এর সঙ্গে এই মেলবন্ধন এই প্রচেষ্টা আরো গতি দেবে। পাঠ্যসূচীর মধ্যে থাকবে Understanding of Retail Industry, Customer Handling, Industry etiqutte ইত্যাদি।

খবর সংক্ষেপে

জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্মার্ট সেন্টার শুরু করল বর্ধমান, শ্রীরামপুর ও নাকতলায়।
নাকতলায় শুরু হল কলেজ অফ বিউটি এণ্ড ওয়েলনেস্

জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের পক্ষে দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৩১ এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কোলকাতা - ৭০০০২৫ থেকে সুশান্ত চন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত ও **অতীন দত্ত** কর্তৃক প্রকাশিত ও ৩১ এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কোলকাতা - ৭০০০২৫ থেকে মুদ্রিত। ই-মেল ঃ queries@georgetelegraph.org
দূরভাষ ঃ 033-24754600, ওয়েবসাইট ঃ www.georgetelegraph.org

টিম জর্জ বার্তা ঃ অধিরাজ দত্ত, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সঞ্জীব দে, অভিজিৎ কুণ্ডু, ঋষি হেলা,গৌতম সাহা, সৌমন কুমার সাহা
শুভব্রত শীল, অমিত বিক্রম দত্ত, দীপাঞ্জলি রক্ষিত, শুভদীপ বসু এবং সুকান্ত দাস

PO/07/18/8K